উৎসর্গ

মা এবং বাবাকে

ভূমিকা

কিছু গল্প থাকে, যা কেবল কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ভয়, অন্ধকার আর অজানা রহস্যের দরজা খুলে দেয়। যেখানে বাস্তবতা আর অতিপ্রাকৃতের সীমারেখা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে, যেখানে পরিচিত পৃথিবীর আড়ালেই অপেক্ষা করে এমন কিছু অদৃশ্য শক্তি, যাদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, কিন্তু সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। বারিশ তেমনই এক রহস্যময় জগতে প্রবেশের আমন্ত্রণ।

এই গল্পগ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অজানার আতঙ্ক, অশুভ উপস্থিতির শীতল স্পর্শ, অভিশপ্ত পরিবেশ আর মানুষের মনের গভীরে জন্ম নেওয়া ভয়ংকর সব অনুভূতি। কখনো নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকার, কখনো বৃষ্টিভেজা জনপদের রহস্য, কখনো আয়নার ওপারে লুকিয়ে থাকা অচেনা সত্য, আবার কখনো এমন কিছু সত্তার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা, যা মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাভাবনাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

সূচিপত্র

1.	BARIISH	৭-২১
2.	আও মেরি হাভেলি পে	২২-৩৩
3.	শিশমহল	৩৪-৪৭
4.	পিশাচ এলো দেশে	৪৭-৫২

বারিশ। মুহাম্মদ ইরফানের গাওয়া গান। কোনো এক ভবন থেকে ভেসে আসছে। তারপর সেটা হাওয়ায় খেলে খেলে আশেপাশের কয়েকটি ভবনে ছড়িয়ে বিলীন হয়ে গেল। বাহিরে ঝরছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি।

আশেপাশের একটি ভবনে দেখা গেল, দু'টি কণ্ঠস্বর পরস্পরের মধ্যে কথা বিনিময় করছে। আকাশের চাঁদ তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ফলে সেটার আলো ভিতরে প্রবেশ করেছে। সেই আলোয় একটির ছায়া দেখা যাচ্ছে। সেটি মানুষের ছায়া। তবে অন্যটির কোনো অবয়বই দেখা যাচ্ছে না। অদৃশ্য থেকে কথা বলছে।

অদৃশ্য ছায়াটি বলছে,"সময় হয়ে এসেছে। এখনই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আজকের শিকার তো অপেক্ষায় আছে। আমাকে জলদি অনুমতি দাও।" অন্যজন মাথা নাড়াল।

পরেরদিন সকালবেলা। রাস্তার পাশের এক ডাস্টবিনে একটি মরদেহ পাওয়া গেছে। এক মধ্যবয়স্ক নারীর লাশ। মানুষ ভিড় করে দেখছে। পুলিশ পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। তাদের মধ্যে একজন হলেন ফিরাত ফারুকী। তিনি একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার।

দুজন কনস্টেবল লাশটাকে ডাস্টবিন থেকে বের করল। লাশটার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। কেবল দু'হাতে ক্ষত রয়েছে। গভীর ক্ষত। মনে হচ্ছে কোনো পিশাচের আঁচড়। লম্বাভাবে খামচে দিয়ে হাতের মাংস তুলে নিয়েছে। হাতের হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

সবচেয়ে ভয়ানক দৃশ্যটি হলো লাশের মাথা পিছন দিকে ঘুরানো। গলার হাড় পুরোপুরি ভেঙে গেছে। কোনো দানব বুঝি তাণ্ডব করে গেছে।

পুরো মুখে গোল করে পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে কিছু কাগজের টুকরো। একেকটা কাগজে একেক শব্দ লিখা রয়েছে। ফিরাত কাগজের টুকরোগুলোকে সংগ্রহ করে রাখতে বললেন এবং লাশকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

অদ্ভুত এই হত্যার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। ফিরাত সেটার প্রধান। তার সহায়ক হিসেবে আরো দুজন পুলিশ রয়েছে। একজনের নাম মিস

সেহেরাফ শেখ। আর অন্যজন হলেন মাহাদী মনোয়ার। সেহেরাফ ফিরাতের মতো নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যপরায়ণ অফিসারের সাথে কাজ করতে পেরে অনেক খুশি। তবে মাহাদী মনে মনে ফিরাতের খ্যাতিকে ঈর্ষা করে। সে সবসময় চায় ফিরাতকে ডিঙিয়ে যেতে। একসাথে কাজ শুরু করলেও তাদের মধ্যে কোনো হৃদ্যতা দেখা যায় না।

একটি মহিলা কোলে করে এক বাচ্চা নিয়ে এসে, একজন পুরুষ লোকের হাতে তুলে দিল। লোকটি সেই বাচ্চাটা নিয়ে দৌড়াতে লাগল। অনেক দূর দৌড়ে এসে, এক জায়গায় দাঁড়ালো। এরপর পাশে থাকা ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

সেহেরাফ ও ফিরাত দুজনে থানায় কাজ করছে। সেহেরাফ সংগ্রহ করা কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে, তাতে লেখা শব্দ ফিরাতের উদ্দেশ্যে পড়িয়ে শোনাচ্ছে। স্নেহময়ী, বন্যেরা, রমণীয়, ইহলোকে, অরণ্যে, হিয়ায় ও ইনসান--এই সাতটি শব্দ সাতটি কাগজে লেখা রয়েছে। শব্দগুলোর কোনো মানে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। কোনো উন্মাদ কবির কবিতার বাক্য হতে পারে। এরকম কথা দুজনে বলতে লাগল।

মাহাদী মৃত মহিলার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নিয়ে এলো। রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃত্যুর কারণ হলো বিষ প্রয়োগ। লাশের দুহাতের মধ্যে একধরনের বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গেছে। এই বিষের প্রভাবে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল। তবে অবাক করার বিষয় হলো, এটা কিসের বিষ তা শনাক্ত করা যায়নি। তারমধ্যে ধীরে ধীরে লাশের মধ্য থেকে বিষের অস্তিত্ব অদৃশ্য হতে থাকে।

পুরাতন হত্যার কোনো কূল পাওয়ার আগেই আবার একইভাবে আরেকটি খুনের হদিশ পাওয়া গেল। একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটি যুবতী। খুনের ধরন একই রকম। আর মুখে একইভাবে কাগজের টুকরো আটকানো রয়েছে।

ফিরাত এবার কাগজের টুকরোগুলো না খুলে, একবার পড়ে দেখলেন। শব্দগুলো স্থাপনের বিন্যাস অনুসারে লেখাটা দাঁড়ালো এই যে 'বন্যেরা অরণ্যে রমণীয় ইনসান ইহলোকে স্নেহময়ী হিয়ায়'।

সেই পুরুষলোকটিকে দেখা গেল। সাথে রয়েছে সেই শিশু বাচ্চাটি। লোকটি বাচ্চাটি ফেলে আসতে পারে নি। শিশুটির প্রতি তার মায়া এসে যায়। শিশুটিকে সে তার বাড়ি নিয়ে যায় এবং লালন-পালনের জন্য তার মেয়েকে দায়িত্ব দেয়।

মিস তাশফিয়া খানম। একজন নারীবাদী সমাজকর্মী। সম্প্রতি, অনেক মহিলাদের বেপরোয়াভাবে খুন হতে দেখে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়টাকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর এক সহকর্মী কিছুদিন আগে একইভাবে খুন হয়। তিনি প্রত্যেকটা মার্ডার স্পটে গিয়ে তাঁর গোয়েন্দা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। তেমন একটি মার্ডার স্পটে, ফিরাতের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

ফিরাত তাঁকে আগে থেকে চিনতেন না যেখানে তাশফিয়া ফিরাতকে ভালো করেই চিনেন। আসলে, ফিরাত নিজের ডিউটি ও ফ্যামিলি এ দুটো বিষয়কেই কেবল গুরুত্ব দেন। বাকি আর কোনো কিছুতে তিনি মনোনিবেশ করেন না।

তাশফিয়া ফিরাতকে নিজে থেকে তাঁর পরিচয় দিলেন। আসলে তিনিই পুলিশকে লাশের ব্যাপারে ইনফর্ম করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে,এ লাশের হদিশ পান। তবে পুলিশকে জানান, তিনি তাঁর এক কাজে এসেছিলেন আর তারপর এই লাশ দেখতে পান।

তাশফিয়া ফিরাতকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ আর পেলেন না। তাই কথার ছলে, তিনি ফিরাতের মোবাইল নাম্বার চেয়ে নেন।

সেই বাচ্চা ছেলেটি। দিনে দিনে বড় হতে থাকল। একদিন ছেলেটি রাস্তার পাশে খেলা করছে। পিছন দিক থেকে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাচ্চাটির দিকে আসতে লাগল। তখন বাচ্চাটাকে বাঁচাতে গিয়ে একজন লোক দৌড়ে আসে আর তাতে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। আর এই লোকটি হলো সেই পুরুষটি যে বাচ্চাটাকে লালন-পালনের জন্য নিয়ে এসেছিল। সে বাচ্চাটার কোনো ক্ষতি হতে দেয় নি।

লোকটাকে হাসপাতালে নেওয়া হলো। তার জ্ঞান ফিরল। তার মেয়ে এসে পাশে বসল। সে তার বাবার সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে বলল, "সব হয়েছে ঐ ছেলেটার জন্য। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম ছেলেটাকে না রাখতে। যেটা ফেলার ছিল, সেটা কেন তুলে আনলে? আমার সন্তান নেই বলে কি হয়েছে। এই ছেলেকে আমি আর রাখবো না।"

মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে এমন কথা না বলতে বলল। সে বলল, "বাচ্চারা সবসময় নিষ্পাপ হয়। তাদের কোনো দোষ হয় না। দোষ তো করি আমরা বড়রা। আর তার মাশুল দিতে হয় অবুঝ বাচ্চাদের।"

তাশফিয়া ফিরাতের সাথে দেখা করতে থানায় এসেছেন। তাঁরা দুজনে কথা বলছেন। পাশের এক ডেস্কে সেহেরাফ কাজ করছেন। তাশফিয়া ফিরাতকে মার্ডারের ব্যাপারে কিছু বলতে চান জানালেন।

"যেসকল নারীদের খুন করা হয়েছে তাদের সকলেই বিবাহিত ছিল, যদিও বয়স ছিল ভিন্ন ভিন্ন। আর তাদের খুনের ধরন অনেক অদ্ভুত, সাথে ভয়ানকও বটে। আর এ সকল বিষয় তো আপনারা ভালো করেই জানেন। তবে একটু খেয়াল করলে, আপনি একটি ব্যাপার দেখতে পাবেন যে বয়স্ক মহিলাদের হত্যা করা ফেলে দেওয়া হয়েছে ডাস্টবিনে। আর যুবতী মেয়েদের হত্যার পরে ফেলে দিয়েছে ডোবায়। হত্যার ধরন একই তবে জায়গা আলাদা।"

তাশফিয়ার কথা শেষ হলে, ফিরাত মনে মনে কথাগুলো মিলিয়ে নিলেন। এরপরে তিনি কৌতুহল নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এতসব খুনের ব্যাপারে তিনি জানেন কি করে। তাশফিয়া সরাসরি সংবাদপত্রের ছুতা দিয়ে দিলেন আর বললেন, তাদের তিনি সাহায্য করতে পারলে তার ভালো লাগবে। সেজন্যই তার এখানে আসা।

তাশফিয়া খুনের অন্যান্য ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ফিরাত অফিসিয়াল বিষয় নিয়ে কিছু বলতে রাজি হলেন না। তবু তাশফিয়া ঘটনাস্থলে পাওয়া কাগজের টুকরোগুলো সম্বন্ধে কৌতূহল দেখালেন। ফিরাত সেহেরাফকে বলে সেগুলো তাশফিয়াকে একবার দেখালেন। তাশফিয়া গোপনে দ্রুত ছবি তুলে নিলেন।

মাহাদী অনেক অনুসন্ধান করে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ পেল যে সর্বশেষ খুনটি হতে দেখেছিল। তবে সেই লোকটি এখন অসুস্থ। কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। মাহাদী কিন্তু এই খবরটি ফিরাতকে জানাল না। লোকটির পরিবারের সদস্যদের সে বলল, আর কাউকে কোনোকিছু না জানাতে। আর তাদের কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না বলে আশ্বস্ত করল। অবস্থার উন্নতি হলে তাকে জানাতে বলল।

হাসপাতালে থাকা সেই লোকটি। কিছুদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে আজ হার মানল। সেই লোকটির মেয়ে তার বাবার এই মৃত্যুর জন্য সেই বাচ্চা ছেলেটাকে দায়ী করল। সে ছেলেটাকে এতদিন লালন-পালন করে থাকলেও আজ আর তার প্রতি কোনো মায়া নেই। সে ছেলেটাকে বকাঝকা করে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

ছেলেটা যেতে চাইল না। বরং বারবার মা ডেকে ডেকে কাছে আসছিল। তখন সে ছেলেটাকে তার সত্যিকারের অতীত জানাল। আর বলতে লাগল, সে অপয়া। সে মানুষের জন্য অকল্যাণকর। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

তাশফিয়া বাসায় বসে কাগজে লেখা শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন। কয়েকবার পড়ার পরে তিনি এই লেখার সাথে লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখার মিল পান। সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'পালামৌ'য়ে লিখেছিলেন "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। তবে কাগজে এই বাক্যটিকে নতুন শব্দে লেখা হয়েছে যে বন্যেরা অরণ্যে রমণীয় ইনসান ইহলোকে স্নেহময়ী হিয়ায়। এখন প্রশ্ন হলো লাশের মুখে এই লেখা দিয়ে খুনি কি বুঝাতে চাচ্ছে।

মাহাদী সেই প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে দেখা করতে এলো। লোকটা এখন একটু সুস্থ। সে ভয়ার্ত গলায় তার ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা বলতে লাগল।

"তখন গভীর রাত। আমি কাজ থেকে ফিরছিলাম। সে রাতে ফিরতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়ি আসার জন্য একটা শর্টকাট রাস্তা দিয়ে আসছিলাম। সেই পথে মানুষের আনাগোনা তেমন হয় না। এক জায়গায় আসতেই দেখি, বিশালাকার একটা কিছু সামনের দিকে আসছে। অদ্ভুত কিছু একটা। হাতে কোনো কিছু মুষ্টি করে রেখেছে। এটা কি দেখার জন্য আমি আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। আমার একটু সামনে ছিল একটা ডাস্টবিন। সেটা এই ডাস্টবিনের কাছে এলো। তারপর হাতে থাকা জিনিসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেটাকে এখন ঠিক করে দেখতে পেলাম। দেখার পর একেবারে থ মেরে গেলাম। কোনো মানুষ তো নয়ই, এমনকি কোনো প্রাণীও নয়!

লোকটা তার কথা থামাল। ঘনঘন শ্বাস নিতে লাগল। তারপর আবার বলতে লাগল।

"তখন মনে হলো আমি শয়তানের সামনে আছি। পুরো শরীরটা লোমে ঢাকা। মুখের জায়গায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল মিশমিশে কালো দুটি চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠছে যার ভিতরে আগুনের ফুলকি স্ফুরিত হচ্ছে। হাতের প্রত্যেকটা আঙুল যেন এক একটা ছুরি। জিনিসটা ফেলে দেওয়ার পর, সেটা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। কান্নাটা একেবারে মানুষের মতো। এরপর, যখন সেটা চলতে লাগল, দেখি ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকল। আমি তো আমার দু'চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি সেটা একটা সাধারণ মানুষ হয়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে

গিয়েছিলাম। তাই পিছু করিনি। ডাস্টবিনের কাছে এসে দেখি, যেটাকে আমি কোনো জিনিস ভাবছিলাম, সেটা আসলে কোনো মানুষ। একটি নারীর মৃতদেহ।"

লোকটা আর কিছু বলতে পারল না। মাহাদী চলে আসল। সে এখন নিজে কোনো কিছু ভালোভাবে জানার আগপর্যন্ত কাউকে কিছু জানাবে না।
সেই বাচ্চা ছেলেটা পথে পথে ঘুরছে। তার মার বলা কথাগুলো তার কানে বাজছে যে সে তার মা নয় বরং তার মা তাকে মরে যাওয়ার জন্য ফেলে দিয়েছিল। কারণ সে অশুভ। আর তারা তাকে নিয়ে এসেছিল।

অশুভ বলতে যে কি হয়,তা এই অবুঝ ছেলেটি বুঝতে পারল না। অনেকটা সময় পার হয়েছে। তার পেটে ক্ষুধা লেগেছে। সে অনেকের কাছে খাওয়ার জন্য হাত পাতল। কিন্তু সকলে তাকে ফকিরনি বকে তাড়িয়ে দিল।

সারাদিন হাঁটতে হাঁটতে সে মানুষের বহুরূপ দেখল।তার মানুষের প্রতি বিরক্তি জন্ম হল। সাথে নিজেকেও ঘৃণা করতে লাগল। কেননা সে অশুভ।সে ভাবছে,অশুভ হয়ত এমন কিছু যা মানুষ চায় না। আর যেহেতু সে অশুভ,তাই তাকেও কেউ কখনো চাইবে না। সুতরাং সে পৃথিবীতে থাকবে না, অন্য কোথাও চলে যাবে যেখানে কোনো মানুষ থাকবে না। তাকে অশুভ বলবে না।

সন্ধ্যে নেমে এলো। ছেলেটি দেখল, সে এক অদ্ভুত জায়গায় চলে এসেছে। তার চারিদিকে বন। কোনো পথ নেই। সে একটু উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। নিচের দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে মনে মনে ভাবল, যদি সে এখান থেকে নিচে লাফ দিতে পারে তাহলে হয়ত এ দুনিয়া ছেড়ে অন্য দুনিয়ায় যেতে পারবে। আর সে তাই করল।

তাশফিয়া সবকিছু খতিয়ে দেখে বুঝতে পারল যে খুনি নারী বিদ্বেষী। তার নারীদের নিয়ে কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর বিশেষ করে সেটা হতে পারে তার মায়ের জন্য। খুনির লেখা শব্দগুলো ভেঙে দেখলে সেটাই বুঝায়।

তাশফিয়া সন্দেহ করছেন যে খুনির টার্গেট হয়ত সেই সকল নারী যারা নবজাতকের মা হয়েছে। সুতরাং দেখতে হবে সকল ভিকটিমের এ বিষয়টার মিল রয়েছে কি না। তিনি ফিরাতকে কল দিতে লাগলেন। যতবার কল দিচ্ছেন শুধু সংযোগ পাচ্ছে, কিন্তু পিক আপ করছে না।

আসলে, তাশফিয়া যত মনে করছেন যে তিনি ফিরাতকে সাহায্য করছেন, ফিরাত ততই বিরক্ত হচ্ছেন। এমনকি তাশফিয়ার এই কেসের ব্যাপারে এত কৌতূহল, তার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ফিরাত মাঝে মাঝে ভাবে যে এইসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে আবার তাশফিয়ার হাত আছে কিনা।

ফিরাত ও সেহেরাফ সেই তদন্ত করছে, যেটা তাশফিয়া চিন্তা করছে। তবে তারা তাশফিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকে আরো অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। তাদের দুজনের কাছে এটা পরিস্কার যে খুনি কেবল নবজাতকের মা নয়, বরং নবজাতকের অন্যান্য স্বজনদেরও টার্গেট করছে। এ পর্যন্ত হওয়া খুনগুলোর মধ্যে অধিকাংশ ভিকটিম নবজাতকের মা হলেও, কয়েকজন ছিল নবজাতকের ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয়-স্বজন। মোটকথা হচ্ছে, খুনি সদ্য জন্মানো শিশুর পরিবারের সদস্যদের টার্গেট করছে। আর এখন উত্তর বের করতে হবে, কেন তাদের টার্গেট করছে।

মাহাদী বাসায় তার বাবার সাথে কথা বলছে। সে তার বাবাকে তার ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলল যা সে প্রত্যক্ষদর্শী লোকটার কাছ থেকে শুনেছে। সবকিছু শুনে মাহাদীর বাবা বলল, "মানুষে মানুষে শুভাশুভ বিষটি রয়েছে। কেননা কিছু মানুষ আছে যারা জন্ম থেকেই অশুভ থাকে। তাদের পক্ষে শয়তানি রূপ নেওয়া কোনো কঠিন বিষয় নয়। তাই তাদের জন্মের পরেই নিধন করা প্রয়োজন।"

মাহাদী কেবল শুনে গেল। কিছুই বলল না। কেননা মানুষের বাচ্চা তো কখনো শয়তান হয়ে জন্মাতে পারে না। তাহলে তাকে নিধন করবে কেন?

সেই ছেলেটি। তাকে দেখা গেল যে সে শূন্যে ঝুলে রয়েছে। উপর থেকে নিচে পড়ে নি। কোনো এক ঠাণ্ডা হাওয়া তার শরীরটাকে ধীরে ধীরে শূন্য থেকে নামাল।

অদৃশ্য এক কণ্ঠ তাকে প্রশ্ন করছে,কেন সে এত উপর থেকে লাফ দিতে চাচ্ছে। বাচ্চা ছেলেটি ভয় পেল। কিছু বলতে পারল না। কণ্ঠটি তখন ছেলেটিকে বলল যে সে যেন তাকে তার মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়। তাহলে আর ভয় পাবে না। ছেলেটি তবু কিছু বলল না। কণ্ঠটি আবার একই কথা বলল। ছেলেটি এবার হ্যাঁ বলল।

এক বায়ু কুণ্ডলী ছেলেটির ভিতরে প্রবেশ করল। একটু পর ভেতর থেকে আবার বেরিয়ে এলো। ছেলেটি এখন কোনো ভয় না পেয়ে, তার সকল কথা বলল।

অদৃশ্য কণ্ঠটি বলল,"আমার কথাগুলো তুমি কতটুকু বুঝবে জানি না। তবে এটা জেনে রাখো যে, মানুষ মানুষকে শুভ-অশুভ নাম দেয়। কিন্তু যে এই নাম দেয়, সে কখনো ভেবে দেখে না তার কথা আদৌ ঠিক নাকি ভুল। মানুষ আর শয়তান কথা দুটি হামেশাই আলাদা।"

ছেলেটি অদৃশ্য কণ্ঠটাকে জিজ্ঞাসা করল,"তাহলে তুমি কে?" "আর যাই হই, মানুষ নই। ভেবো না। আমি তোমাকে মানুষের মতো অশুভ বলবো না। আমাকে তোমার বন্ধু ভাবতে পারো আবার চাইলে তুমি চলে যেতে পারো।"

ছেলেটি ফিরে যেতে চাইল না। তার মতে, পৃথিবী ভালো না। কারণ, পৃথিবীতে মানুষ থাকে। অদৃশ্য কণ্ঠটি তখন তাকে বলে যে পৃথিবী মানুষের জন্যেই তৈরি। তবে তোমাকে তাদের উপরে রাজ করতে হবে, যারা তোমাকে অশুভ বলে। তাই যদি আমাকে তুমি তোমার মাধ্যমে নিয়ে যাও, তাহলে তুমি পৃথিবীতে তোমার মতো করে রাজ করতে পারবে। অশুভ যে কি,তা বুঝিয়ে দিতে পারবে। তখন, আমি হবো তোমার রাতের সঙ্গী। তোমার প্রতিশোধের হাতিয়ার। ছেলেটি রাজি হলো। আর অদৃশ্য কণ্ঠ তার হাওয়ারূপী অঙ্গকে ছেলেটির মধ্যে প্রবেশ করালো।

তাশফিয়া ফিরাতের সাথে দেখা করতে থানায় এলেন। তবে ফিরাত এখানে নেই। সেহেরাফ জানাল, তিনি বাসায় গেছেন। তার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

তাশফিয়া ফিরাতের বাসায় এলেন। একের পর এক কলিং বেল দিচ্ছেন। কেউ এলো না। এরপর দেখলেন দরজা খোলা রয়েছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। কাউকে কোনো রুমে দেখতে পাচ্ছেন না। হঠাৎ একটি রুমে একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন। হুইলচেয়ারে বসা। তিনি মনে হয় ফিরাতের মা।

তাশফিয়া ভদ্রমহিলাকে সালাম দিলেন। ভদ্রমহিলা তাশফিয়াকে দেখে উত্তেজিত হতে থাকলেন। তার গাল কাঁপতে লাগল। ঠোঁট দুটো নড়াতে লাগলেন।এরপর ডান হাতটাকে কষ্ট করে একটু তুলে সামনের একটা রুমের দিকে ইঙ্গিত করতে লাগলেন।

তাশফিয়া ইশারা করা রুমের দিকে গেলেন। রুমটা অনেকটা কোণে। বুঝা যায় না। রুমের ভেতর যেই যাবেন, পিছন থেকে ফিরাত ডাক দিলেন। ফিরাত তাশফিয়াকে দেখে অবাক হলেন। তবে অতিথিপরায়ণতা দেখালেন।

তাশফিয়া দেখলেন ফিরাত কিচেনে গিয়ে তাঁর মায়ের জন্য খাবার পাক করছেন। তাঁর পরিবারে আর কোনো সদস্য নেই। তাশফিয়া ফিরাতকে ব্যস্ত দেখে, তেমন কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলেন না। তিনি চলে এলেন।

মাহাদী তার বাবাকে আগের বারের বলা কথাগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। তার বাবা বলছে মানুষ শয়তানের রূপ নিতে পারে। আবার সেই প্রত্যক্ষদর্শী লোকটা বলেছিল যে সে একটা শয়তানকে মানুষ হতে দেখেছে। এসবের মানে আসলে কী?

সেই প্রশ্নের উত্তরে মাহাদী তার পরিবারের এক অপ্রিয় সত্য জানতে পারল। তার বাবা জানাল যে, তার জন্মের আগে তার এক ভাই জন্মেছিল। সে বাচ্চা জন্মানোর পরেই, তার বাবার ব্যবসায় এক বড় ধরনের ক্ষতি হয়। মাহাদীর মা-বাবা ছিল এক ফকিরবাবার ভক্ত। সেই ফকিরবাবা তাদের জানায় যে তাদের এই সন্তান অশুভ। এ সন্তান রাখা যাবে না। তখন মাহাদীর মা সেই বাচ্চাকে তাদের এক চাকরকে দিয়ে দূরে ফেলে দেয়।

মাহাদী এ সমস্ত অন্ধবিশ্বাসের কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। তারপর তার বাবার কথায় এও জানতে পারল যে তাদের সেই চাকরটি পরেরদিন থেকে আর আসে নি। মাহাদী এ কথা শুনে তার বাবার থেকে সেই চাকরের ঠিকানা চাইল। তার বাবা কেবল গ্রামের নামটি বলতে পারল।

সেহেরাফ ফিরাতের বাসায় এসেছে। কাল তাদের বাসায় এক অনুষ্ঠান রয়েছে। ফিরাতকে দাওয়াত দিল এবং অবশ্যই আসার কথা বলল। ফিরাত না করছিল। কিন্তু অবশেষে সেহেরাফের জোরাজুরিতে রাজি হলো।

সেই ছেলেটি। সে বাড়ি ফিরে এসেছে। সময় এখন সন্ধ্যা। যখন সে তার মায়ের কাছে গেল, তার মা তাকে দেখে আগের মতোই রাগ দেখাতে লাগল। "তুই আবার এসেছিস কেন? তোকে চলে যেতে বলেছিলাম না? অপয়া।"

ছেলেটি বলতে লাগল,"আমি অপয়া না। আর নানা সবসময় এই কথাই বলত। তুমি মিথ্যে বলছো।" ছেলেটি বলতে লাগল সে কোথাও যাবে না। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটিকে জোর করে বের করে দিতে চাইল। ঠিক এই সময় ছেলেটির মধ্যে সেই অদৃশ্য সত্তা এসে প্রবেশ নিল আর মেয়েটিকে দূরে ছুঁড়ে দিল। মেয়েটি পালকের মতো উড়ে গিয়ে বাইরে ছিটকে পড়ল। বাইরে থাকা নলকূপের সাথে মারাত্মকভাবে আঘাত পেল।